গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

এবং

সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

০১ জুলাই ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০১৭

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা
০১	অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
০২	প্রস্তাবনা/উপক্রমনিকা..	৪
০৩	সেকশন ১ : অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি...	৫
০৪	সেকশন ২ : অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যকমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)......	৬
০৫	সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ.......	৭
০৬	অঙ্গীকার নামা	৮
০৭	সংযোজনী ১ : শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)..	৯
০৮	সংযোজনী ২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর এবং পরিমাপ পদ্ধতি...............	১০
০৯	সংযোজনী ৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয় বিভাগ/দপ্তরের উপর নির্ভরশীলতা...	১১

C:\Users\tareq_rony\Desktop\APA- DNC 2016-17.11.08.16.doc

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্ম-সম্পাদনের সার্বিকচিত্র ঃ

(Overview of the performance of the Department of Narcotics Control)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (০৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের অপব্যবহার ও পাচার রোধকল্পে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে। মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের ফলে দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়। মাদক দেশের যুব সমাজের প্রতিভা বিকাশে প্রধান অন্তরায়। মাদক নির্মূলের সাথে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে। মাদক সমস্যার বহুমুখীতা ও বহুমাত্রিকতার কারণে মাদক বিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল সরকারি সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণ বিশেষ জরুরী। মাদক বিরোধী আন্দোলনকে পরিবার ও ব্যক্তি পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে না পারলে এক্ষেত্রে আশানুরূপ সফলতা আসবে না।

অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে মোট জনবল ১২৭৭ হতে ১৭২৭ এ উন্নীত করা হয়। সাংগঠনিক কাঠামো পুর্নগঠিত হওয়ায় ২৩টি জেলার স্থলে ৬৪ টি জেলায় জেলা কার্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ০২টি বিভাগীয় কার্যালয়, ০২টি গোয়েন্দা বিভাগীয় কার্যালয়, ০২টি বিভাগীয় নিরাময় কেন্দ্র, ০১ টি স্থলবন্দর, ০২টি সমুদ্র বন্দরে অফিস স্থাপন, ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল জেলায় ০৩ টি বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৩.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪ তলা বিশিষ্ট বহুতল ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। অধিদপ্তরের ১২৮৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২৩ কর্মকর্তা-কর্মচারিকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের ওয়াকিটকি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য ০১টি টাওয়ার স্থাপনসহ ৩৮৮টি ওয়াকিটকি ক্রয় করা হয়েছে এবং টেকনাফে আরো ০১টি টাওয়ার স্থাপনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ইউনিফর্ম প্রদান করা হয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১২টি ডাবল কেবিন পিক-আপ, ০৩টি কার ও ০১টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে। সকল জেলা কার্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দেশে মাদকের বিস্তার রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে বিগত ০৩ বছরে মাদক বিরোধী ১০৩৫৯২টি অভিযান পরিচালনা করে ৩১২৭৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৩৩৫০৭ জন মাদক অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একইসাথে ৪৬১৮৩০২পিস ইয়াবা,৯৬৩০৩ বোতল ফেন্সিডিল, ২৯.৫৯৫১ কেজি হেরোইন ও ১১৭৮২.০৮১কেজি গাঁজাসহ অন্যান্য বিপুল পরিমাণে মাদক জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৪১৪৬০টি অভিযান পরিচালনা করে ২২২২১ জন আসামীর বিরুদ্ধে ২১৩৪৩ টি মামলায় আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদে তাৎক্ষনিকভাবে সাজা প্রদান করা হয়। মাদক বিরোধী প্রচারণামূলক কাজ সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে ৫৪৭৬৫৫ লিফলেট, ২০১০০টি পোস্টার, ১১৪৯ টি শর্টফিল্ম এবং ১৯১৩২টি সভা-সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। মাদকাসক্তদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি পর্যায়ে ২৮৩৮০ জন এবং বেসরকারি পর্যায়ে ১৯৪৫৮ জন মাদকাসক্ত রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), বাংলাদেশ পুলিশ, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব), কাস্টমস্ ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলায় ১১৪৩৩২টি নমুনা অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষাপূর্বক রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

মাদক অপরাধ দমনে পেশাগত এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে মাদকের চাহিদা, সরবরাহ ও ক্ষতিহ্রাসের বিকল্প নেই। পাশাপাশি মাদকাসক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্টে নিয়োজিতদের নিরাপত্তা ও প্রণোদনা নিশ্চিত করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মানুষের কাছে মাদকের কুফল জানানোর মধ্যে দিয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং মাদকাসক্তদের কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে মাদকের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। মাদক অপরাধ দমনে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করার মধ্য দিয়ে মাদক বিরোধী অভিযান জোরদার করা।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

- মাদক অপরাধ রোধকল্পে ৩৪১৮৯টি অভিযান পরিচালনা করা হবে।
- প্রতি মাসে মাসিক বুলেটিন ও প্রতি বছরে বার্ষিক প্রতিবেদন (**Annual Report**) প্রকাশ করা হবে।
- ২৫০০০০ টি মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণামূলক লিফলেট বিতরণ করা হবে।
- ৫০০ টি স্পটে মাদকবিরোধী ডকুমেন্টারী/শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন করা হবে।
- গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকের ৪৩০টি স্পট চিহ্নিত করা হবে।
- দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৬৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- প্রিকারসর কেমিক্যালসহ অন্যান্য লাইসেন্সীর অনুকূলে (২৯টি) সেবা প্রদান করা হবে।

উপক্রমণিকা (Preamble)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মধ্যে ২০১৬ সালের জুন মাসের ২৯ তারিখে এই বার্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হ'লঃ

সেকশন-১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি।

১.১ রূপকল্প (Vision) ঃ

মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ বৈধ মাদকের আমদানি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, মাদকের অবৈধ পাচার ও অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, মাদক বিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মাদকের অপব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনা।

১.৩. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ((Strategic Objectives) ঃ

১.৩.১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

১. মাদকবিরোধী গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ (মাদক চাহিদা হ্রাস)।
২. মাদক সরবরাহ হ্রাস।
৩. মাদকের ক্ষতিহ্রাস ও মাদকাসক্ত চিকিৎসা।
৪. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

১. দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
২. শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা চর্চার উন্নয়ন।
৩. তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ।
৪. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজেশনের আওতাভুক্তকরণ।

১.৪ কার্যাবলী (Functions) ঃ

১. মাদকের সরবরাহ হ্রাসকল্পে মাদক পাচারকারী, চোরাকারবারি ও মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা।
২. মাদক অপরাধীদের গ্রেফতারপূর্বক বিচারের জন্য সোপর্দ করার লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও নিয়মিত মামলা রুজুকরণ।
৩. মাদক বিরোধী অভিযানে সফলতা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে রুট ও স্পট চিহ্নিতকরণ।
৪. অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন, মাদক সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ঘটনা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী নিয়ে মাসিক বুলেটিন প্রকাশ।
৫. মাদক বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ।
৬. বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, লঞ্চঘাট, স্কুল, কলেজ, বাজারসহ জনবহুল স্থানে মাদক বিরোধী শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন।
৭. ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা ও প্রচারের ব্যবস্থাকরণ।
৮. ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা কারিকুলামে মাদক সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।
৯. মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী ও মজুদদারীদের তালিকা প্রস্তুত করা ও নিয়মিত হালনাগাদ করা।
১০ মাদকাসক্ত ব্যক্তি/রোগীদের চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র চালুকরণ।
১১. মাদকাসক্ত ব্যক্তি/রোগীদের চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য ইউনিভার্সেল ট্রিটমেন্ট কারিকুলাম অনুযায়ী চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, কাউন্সিলর ও মনোবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
১২. জেলা পর্যায়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তি/রোগীদের চিকিৎসা সুবিধা ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে সকল জেলায় বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করা।
১৩. বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে নোডাল এজেন্সী হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
১৪. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য নির্ধারিত পোশাক এবং ওয়াকিটকি সরবরাহ করা।
১৫. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন।
১৬. উন্নত দেশসমূহের সমমানে কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ।
১৭. প্রিকারসর কেমিক্যালসসহ অন্যান্য লাইসেন্সীদের সেবা প্রদান।

সেকশন-২
অধিদপ্তরের আউটকাম (Outcome)

আউটকাম (Outcome)	কর্মসম্পাদন (Performance Indicator)	একক (Unit)	ভিত্তি বছর ২০১৪-১৫	প্রকৃত * ২০১৫-১৬	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-১৭	প্রক্ষেপন		অধিদপ্তরের নির্ধারিত প্রমাপ অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৭-১৮	২০১৮-১৯		
মাদকের অপব্যবহাররোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	বৃদ্ধি প্রাপ্ত সচেতন জনগোষ্ঠি	জনসংখ্যা	৬ লক্ষ	১৫ লক্ষ (জানুয়ারি ২০১৬ মাসব্যাপী বিশেষ প্রচারাভিযান ছিল)	৬.৫ লক্ষ	৭ লক্ষ	৭.৫ লক্ষ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ধর্ম মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন, স্যুভেনির ও বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট (www.dnc.gov.bd)

C:\Users\tareq_rony\Desktop\APA_DNC 2016 17 11 08 16.doc

সেকশন-৩
কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	ভিত্তি বছর (Base Year) ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/ক্রাইটেরিয়া মান ২০১৬-১৭ (Target/Criteria Value for FY2 2016-2017)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৮-২০১৯	মন্তব্য
								অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
১. মাদক সরবরাহ হ্রাস।	২৩	২.১. মাদক পাচার প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা।	২.১.১ পরিচালিত অভিযান।	সংখ্যা	৮	৩৩৯৮৯	৩৪০০০	৩৪১৮৯	৩৪১৩৯	৩৪০৮৯	৩৪০৩৯	৩৩৯৮৯	৩৪০৬০	৩৪০৯০	মাদক বিরোধী প্রচারণা মাস-২০১৬ এর কারণে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে।
		২.২. মামলা রুজুকরণ।	২.২.১ রুজুকৃত মামলা	সংখ্যা	৪	৩২৩৩	৯৭৬৬	৯৭৭০	৮১৩৫	৬৫০১	৪৮৬৭	৩২৩৩	৯৭৭৫	৯৭৮০	২০১৪-১৫ বছরে শুধুমাত্র নিয়মিত মামলা হিসাব করা হয়েছিল (মোবাইল কোর্ট ব্যতীত)।
		২.৩. গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে স্পট চিহ্নিতকরণ	২.৩.১ চিহ্নিত স্পট	সংখ্যা	৫	৪০০	৪২০	৪৩০	৪২৪	৪১৬	৪০৮	৪০০	৪৪০	৪৫০	
		২.৪. মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী ও মজুদদারীদের তালিকা প্রস্তুতকরণ।	২.৪.১ প্রস্তুতকৃত তালিকা।	সংখ্যা	৬	১৬০০	১৮২০	১৮৩০	১৭৭৪	১৭১৬	১৬৫৮	১৬০০	১৮৪০	১৮৫০	
২. মাদক বিরোধী গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ। (মাদক চাহিদা হ্রাস)	২৭	১.১ মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ	১.১.১ বিতরণকৃত লিফলেট	সংখ্যা	৭	১৫৪০০০	২০০০০০	২৫০০০০	২২৬০০০	২০২০০০	১৭৮০০০	১৫৪০০০	২৭৫০০০	৩০০০০০	
		১.২ মাদকবিরোধী পোষ্টার	১.২.১ বিতরণকৃত পোস্টার	সংখ্যা	৮	৪০৫০০	১০০০০০	১১০০০০	৯২৬২৫	৭৫২৫০	৫৭৮৭৫	৪০৫০০	১২০০০০	১৩০০০০	
		১.৩ মাদকবিরোধী সভা ও সেমিনার	১.৩.১ আয়োজিত সভা ও সেমিনার	সংখ্যা	৪	৫২৪১	৫৬১৪	৫৭০০	৫৫৮৫	৫৪৭০	৫৩৫৬	৫২৪১	৫৩৬৯	৫৪৩৩	মাদক বিরোধী প্রচারণা মাস-২০১৬ এর কারণে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে।
		১.৪ মাদকবিরোধী শর্ট ফ্লিম প্রদর্শণ।	১.৪.১ প্রদর্শিত শর্ট ফ্লিম।	সংখ্যা	৮	১৭৬	৪৮৭	৫০০	৪১৯	৩৩৮	২৫৭	১৭৬	৫২৫	৫৫০	
৩. মাদকের ক্ষতি হ্রাস ও মাদকাসক্ত চিকিৎসা	৯	৩.১.মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা প্রদান	৩.১.১ চিকিৎসা প্রদানকৃত মাদকাসক্ত ব্যক্তি	সংখ্যা	৫	১৬১৩২	১৭৮১০	১৮০০০	১৭৫৩৩	১৭০৬৬	১৬৫৯৯	১৬১৩২	১৮৫০০	১৯০০০	
		৩.২ মাদকাসক্তদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান	৩.২.১ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৪	৫১	২৫	৫৫	৫৪	৫৩	৫২	৫১	৬০	৬২	
৪. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা	২১	৪.১.দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।	৪.১.১ প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা-কর্মচারি	সংখ্যা	৮	১৩৬	৬৮৯	৬৯০	৫৫০	৪১২	২৭৪	১৩৬	৭০০	৭১০	
		৪.২ অফিস পরিদর্শন।	৪.২.১ পরিদর্শিত অফিস।	সংখ্যা	৫	১৫০	১৭২	১৭৪	১৬৮	১৬২	১৫৬	১৫০	১৮০	১৯০	
		৪.৩ প্রিকারসর কেমিক্যালসসহ অন্যান্য লাইসেন্সীদের সেবা প্রদান।	৪.৩.১প্রদানকৃত লাইসেন্স।	সংখ্যা	৮	২৫	৩০	২৯	২৮	২৭	২৬	২৫	৩৩	৩৫	

C:\Users\tareq_rony\Desktop\APA- DNC 2016-17 11 08.16.doc

অঙ্গীকার নামা

আমি মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিনিধি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত ঃ

২৭/৬/২০১৮

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর — তারিখ

২৭.৬.২০১৮

সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় — তারিখ

সংযোজনী-১
শব্দসংক্ষেপ
(Acronyms)

ক্রমিক নম্বর	আদ্যক্ষর	পূর্ণ বিবরণ
০১.	মানিঅ	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
০২.	**DNC**	**Department of Narcotics Control**
০৩.	বিজিবি	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
০৪.	র‍্যাব	র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন

C:\Users\tareq_rony\Desktop\APA- DNC 2016 17.11.08.16.doc

সংযোজনী-২

কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং পরিমাপন পদ্ধতি এর বিবরণ ঃ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/দপ্তর/শাখা	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১.মাদকবিরোধী গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ। (মাদক চাহিদা হ্রাস)	১.১ মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ।	মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অপব্যবহারের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে মাদক বিরোধী লিফলেট বিতরণ।			
	১.২ মাদকবিরোধী পোস্টার বিতরণ।	মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অপব্যবহারের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল স্থানে মাদক বিরোধী পোস্টার লাগানো।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)	ঐ মাসিক বুলেটিন, সুভ্যেনির ও বার্ষিক প্রতিবেদন, সিটিজেন চার্টার, অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট (www.dnc.gov.bd)।	
	১.৩ মাদকবিরোধী সভা ও সেমিনার	সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল ফোরামে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অপব্যবহারের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধকরণে সভা-সেমিনার আয়োজন করা।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)	ঐ	
	১.৪ মাদকবিরোধী শর্ট ফিল্ম প্রদর্শণ।	বাস স্ট্যান্ড, হাট-বাজার, জনাকীর্ণ ও মাদক প্রবণ এলাকায় মাদকের ভয়াবহ পরিণতির বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ ও মাদকাসক্তি হতে মুক্ত হওয়া সম্পর্কে অবহিতকরণের জন্য মাদকবিরোধী শর্ট ফিল্ম প্রদর্শণ।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)	ঐ	
২. মাদক সরবরাহ হ্রাস	২.১. মাদক পাচার প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা।	মাদকপ্রবণ এলাকায় মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা।	পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)	ঐ	
	২.২. নিয়মিত মামলা রুজুকরণ।	মাদক পাচারকারী ও অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতারপূর্বক আইনের আওতায় আনা ও মামলা রুজুকরণ।	পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)	ঐ	
	২.৩. গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে স্পট চিহ্নিতকরণ।	দেশের মাদকপ্রবণ এলাকাসমূহ গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে স্পট চিহ্নিতকরণ।	পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)	ঐ	
	২.৪. মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী ও মজুদদারীদের তালিকা প্রস্তুতকরণ।	সোর্সের মাধ্যমে প্রত্যেক জেলার অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা সংগ্রহকরণ।	পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)	ঐ	
৩. মাদকের ক্ষতি হ্রাস ও মাদকাসক্ত চিকিৎসা।	৩.১.মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা প্রদান।	মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)	ঐ	
	৩.২ মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান	মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসার পাশাপাশি কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)	ঐ	
	৩.৩ সকল জেলায় বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন	সকল জেলায় মাদকাসক্তি চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)	ঐ	
৪. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা।	৪.১.দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান।	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	ঐ	
	৪.২ অফিস পরিদর্শন	অফিস ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন।	মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ	ঐ	
	৪.৩ প্রিকারসর কেমিক্যালসহ অন্যান্য লাইসেন্সীদের সেবা প্রদান	মাদকের অপব্যবহার রোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও শিল্পের বিকাশ।	পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও হিসাব) ও পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)	ঐ	

C:\Users\tareq_rm\Desktop\APA- DNC 2016 17 11 08 16.doc

সংযোজনী-৩

কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে অন্য মন্ত্রণালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহঃ

প্রতিষ্ঠানে ধরন	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত সংস্থার নিকট অধিদপ্তরের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	উক্ত প্রতিষ্ঠান নিকট চাহিদার মাত্রা উল্লেখ করুন	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	কুটনৈতিক চ্যানেল জোরদারকরণ	পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মায়ানমারের সাথে প্রয়োজনে কুটনৈতিক চ্যানেলে যোগাযোগ ও তৎপরতা বৃদ্ধি।	মাদক অনুপ্রবেশ রোধে সহায়তা	৯০%	যথাসময়ে নোডাল এজেন্সি পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সম্ভব নাও হতে পারে।
মন্ত্রণালয়	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	মাদকের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদকের কুফল সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি ও গণসচেতনতায় সহায়তাকরণ।	মাদকের চাহিদা হ্রাস ও প্রতিরোধকরণ	৯০%	শিক্ষার্থীদের মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।
মন্ত্রণালয়	তথ্য মন্ত্রণালয়	মাদকের কুফল সম্পর্কে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা	জনসাধারণের মাঝে মাদকের কুফল সম্পর্কে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।	মাদকের চাহিদা হ্রাস ও প্রতিরোধে সহায়ক	৯০%	সর্বসাধারণের মাদকাসক্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

খন্দকার রাকিবুর রহমান
মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
ঢাকা।

C:\Users\tarec_rony\Desktop\APA_DNC 2016-17.11.08.16.doc